R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে পৌষ, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
৯ই জানুয়ারী, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য ঘর হবে দুটি বাসষ্ট্যাণ্ডের উপরে
ম্যাকেঞ্জী রোডের ব্যবসায়ীরা ফিরে পাবেন তাঁদের দোকান

বিশেষ প্রতিবেদক : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন নিয়ে গত ৭ জানুয়ারী পুরসভায় বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের এক সভা হয়ে গেল। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়, রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর—দুটি বাসষ্ট্যান্ডে যে সুপার মার্কেট আছে তার উপরতলায় ঘর করে ব্যবসায়ীদের ভাড়া দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে পুরসভা ঘর তৈরীর টাকা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই আদায় করবে এবং ঘরগুলি মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে দেওয়া হবে। ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে আবেদন করতে হবে। অনুরূপভাবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত ম্যাকেঞ্জী রোডের দু' ধারে নয়ানজলি ও পুরসভার জায়গায় স্ল্যাব দিয়ে ৮ ফুট বাই ১০ বা ১২ ফুটের ঘর তৈরী করে ঐ জায়গার (শেষ পৃষ্ঠায়)

পিকনিক করতে যাবার পথে দুর্ঘটনায় এগারজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাবুবাজার এলাকার একজন, রঘুনাথগঞ্জের বাহাদিনগর, মিঞাপুর, বাণীপুর, উমরপুরের নয়জন ছাড়া আরো তিনজনসহ মোট তেরজন যুবক একটি টাটা সুমো গাড়ীতে গত ৪ জানুয়ারী সকালে পিকনিকের উদ্দেশ্যে ম্যাসাঞ্জোর যাচ্ছিলেন। তীব্র গতিতে মোরগ্রাম ব্রীজ পার হয়ে রামপুরহাট অভিমুখে সামান্য কিছুটা যাবার পর গাড়ীটির একটি টায়ার ফেটে যায়। এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টাটা সুমো গাড়ীটি সামনের দিক থেকে আসা মাল বোঝাই একটি ট্রাককে সরাসরি ধাক্কা মারে। প্রচন্ড ধাক্কায় সুমো গাড়ীটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে যায়। গাড়ীর তেরজন আরোহীকে বহরমপুর নিয়ে গেলে এগারজনকে সেখানে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাকী দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক। চিকিৎসা চলছে।

সেতু উদ্বোধনের কার্ডে প্রোটোকল ভেঙ্গে সাংসদ, বিধায়ক, পুরপতির নাম বাদ—ক্ষুব্ধ সকলেই

বিশেষ প্রতিবেদক : ভাগীরথী সেতু উদ্বোধনে পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের নিমন্ত্রণ পত্রে এলাকার সাংসদ আবুল হাসনাত খান, বিধায়ক আবুল হাসনাত এবং জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর নাম না থাকায় সকলেই ক্ষুব্ধ হ'ন। অথচ পুরপতি মৃগাঙ্ককে সভা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিধায়ক হাসনাত তো নিমন্ত্রণ পত্রই পাননি বলে সভাস্থলে ঝগড়া বাধিয়ে দেন। এ ব্যাপারে পূর্ত (সড়ক) (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী চেয়ারম্যান অপসারণ করলেন কংগ্রেসী ভাইস চেয়ারম্যানকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ ধুলিয়ানের পুরপতি কংগ্রেসের সওদাগর আলি উপপুরপতির পদ থেকে তাঁর দলেরই সঞ্জয় জৈনকে অপসারণ করলেন। চিঠিতে অপসারণের কোন কারণ উল্লেখ না থাকলেও সঞ্জয়বাবু বলেন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় আমাকে উপপুরপতির পদ থেকে সরে যেতে হ'ল। বর্তমানে ধুলিয়ান পুরবোর্ডে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি কংগ্রেস, ৫টি সি পি এম এবং ১টি আসন আর এস পির দখলে।

কোর্ট থেকে পালিয়ে গিয়েও আসামী ধরা পড়লো ছেলেদের হাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস থেকে খোরপোস কেসের জনৈক আসামী কাঁটাখালির বেদারুল সেখ পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে গত ৭ জানুয়ারী পালিয়ে যায়। লোকজনের চিৎকারে পাশের মাঠে ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত কিছু ছেলে পালিয়ে যাওয়া আসামীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশকে দেয়। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, আসামীদের জঙ্গিপুর সাব জেল থেকে হ্যান্ডকাপবিহীন অবস্থায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে পৌষ বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ এখনই বন্ধ নয় ॥

বিদ্যালয়-শিক্ষকদের প্রাইভেট ট্যুইশন বন্ধ করিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। 'থিওরী' হিসাবে ইহা বহাল থাকিলেও চালু হওয়ার জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন বলিয়া জানা গিয়াছে। সরকার হয়ত চাহিতেছেন যে, শিক্ষকেরা নিজেরাই আত্মসচেতন হইয়া সরকারের উদ্দেশ্যপূরণে সহায়তা প্রদান করিবেন। শুনা গিয়াছিল যে, সরকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ফরম পাঠাইবেন এবং শিক্ষকেরা সেই ফরমে প্রাইভেট ট্যুইশন করিবেন না বলিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন। তবেই তিনি বেতন পাইবেন। কোনও শিক্ষকের সুশিক্ষিতা স্ত্রী শিক্ষিকা না হইলে স্বামীকে সাহায্য করিতে পারিবেন। তাহা হয়ত ধর্তব্য হইবে না।

কিন্তু সরকারী ফরমানে তাবৎ প্রাইভেট ট্যুইশন নির্ভর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। কারণ বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থানের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং তদনুপাতে শিক্ষকদের সংখ্যাল্পতা আর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির দাবী মানিয়া লওয়ার পরিকাঠামোর মধ্যে পঠন-পাঠন সুসম্পন্ন হইবার নানা বাধা দেখা দেয়। সম্পন্ন-অতিসম্পন্ন অভিভাবকেরা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাহা 'হারু সেখ রামাকৈবর্ত'-এর পক্ষে অসম্ভব।

সরকারী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই; কিন্তু শিক্ষাদানের পরিবেশও অনুকূল হওয়া চাই। শুনা যাইতেছে যে, এখনই নাকি শিক্ষকদের প্রাইভেট ট্যুইশন বন্ধ হইতেছে না। অতএব উপস্থিত দুর্ভাবনা থাকিল না।

কিন্তু সরকারের কিছুটা কোমল হওয়ায় জন্য নানাজনে নানাভাবে চিন্তা করিতেছেন। কেহ বলেন সরকার সমর্থক বামপন্থী কিছু শিক্ষকসংস্থা হয়ত সাময়িকভাবে ইহার বিরোধিতা করিয়াছে বিবিধ নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলিয়া। যেভাবে বিপুল ভোট ভাণ্ডারে জমা পড়িত, শিক্ষকেরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা না হইতেও পারে, এইরূপ প্রশ্ন হয়ত উঠিয়াছে। পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা, পুরসভা প্রভৃতিতে যে নির্বাচন হয়, তাহার অধিকাংশগুলিতে শিক্ষকদের কর্মসহযোগ থাকে। আবার কো-অর্ডিনেশন কমিটিও শিক্ষকদের প্রতি অনেক সময় আনুকূল্য দেখাইতে পারেন। প্রাইভেট ট্যুইশন বন্ধ হইলে শিক্ষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হইতেছে দেখিয়া তাবৎ সহৃদয় সংস্থাসমূহ হয়ত দরদী হইতেও পারে। অবশ্য ইহা সবই অনুমানের বিষয়।

অতঃপর অভিভাবক ও ছাত্র সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাকুন, এখনই সরকারী ফরমান তাঁহাদের বিপক্ষে না যাইতেও পারে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে কী হইবে, তাহা এখনই বলা যাইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বাস্তুকার প্রধান ও পদাধিকার বলে সচিব, পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) মহাশয় সমীপে

মাননীয়, ভাগীরথী সড়ক সেতুর উদ্বোধন হল জঙ্গিপুর পুর এলাকায়। অথচ জঙ্গিপুর পুরপ্রধান মহাশয়ের কোনও ভূমিকা থাকল না! কেন? প্রোটকল কী বলে? স্বাগত ভাষণ দেবার অগ্রাধিকার কার? সৌজন্যই বা কী বলে? বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দলের নেতা বলে জঙ্গিপুর পুরপ্রধান মহাশয়ও মুখ খোলেননি; দলও এই বিচ্যুতি দেখেও দেখলেন না। আমলাতান্ত্রিক প্রভাবপোষ্য দলের সবই হজম হচ্ছে। কিন্তু পুরনাগরিকগণ এই আচরণে অত্যন্ত আহত। আমন্ত্রণ পত্রে ছাপা সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নাম কি ঠিক আছে? মহাকরণ-জাত বাংলা বানানের বৈচিত্র্য দেখে শিশুরাও মজা পাচ্ছে। এই সেতু রচনায় উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তৎকালীন সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী মহাশয়। অশোভন তাঁকে উপেক্ষা। পদাধিকার বলে এই খোলা চিঠি অবহেলা না করে, উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে—

৩/১/০২ হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ

পৌরপিতা : বিশেষ দৃষ্টি দিন

তিলোত্তমা হয়তো নয়, তবু জঙ্গিপুর পৌর এলাকার স্বচ্ছ সুন্দর যৌবনবতী দেহের খোঁপায় যখন সুভাষ দ্বীপ, ভাগীরথী সেতু, সুপার মার্কেট, দাদাঠাকুর মঞ্চ ইত্যাদি একের পর এক পালক যুক্ত হচ্ছে, তখন নিতান্ত বৈসাদৃশ্যমূলক একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় পৌরপিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শহরের রাস্তা দখল করে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের ট্রাকগুলি দাঁড়িয়ে থাকছে এবং দিনরাত্রি জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে। স্কুল ও অফিসের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন রাস্তা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই সময় ট্রান্সপোর্ট গাড়ীগুলো এবং জিনিসপত্র নামানোর জন্য প্রচুর রিক্সাভ্যান রাস্তা দখল করে থাকার ফলে অহেতুক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রায়শই মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য শহর এলাকার বাইরে একটি নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করা হোক। প্রস্তাব হিসাবে বলা যেতে পারে নবনির্মিত সেতুর নীচে গাড়ীঘাট এলাকার কিছু অংশ ট্রান্সপোর্টের গাড়ীগুলোর জন্য অধিগ্রহণ করা হোক। যে কোনো মুহূর্তে বিপদের প্রাক্কালে বিষয়টি অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় পৌরপিতার হস্তক্ষেপ আশা করছি।

স্মরণ দত্ত, রঘুনাথগঞ্জ

সর্ষের মধ্যে ভূত

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

ব্যক্তি যখন জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ তখন গুনগুন, ফিসফাস তো থাকবেই। সাতের দশকের সূচনালগ্নে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের রহস্যজনক পরিসমাপ্তি, তারপরে দেশের বাইরে পলায়ন কিংবা মধ্যবর্তী পর্বে কখনও জনতা কখনও সমতা করে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ নিজেকে মূর্তিমান সন্দেহভাজন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার উপর তহল। কাণ্ডের পর সঙ্গী হিসাবে জয়া জেঠলীর নবরূপে আবির্ভাবে সেই গুঞ্জন শোরগোলে পরিণত হয়। বাধ্য হয়েই জর্জ কিছুদিনের জন্য নর্থ সাউথ ব্লকের বাইরে। আবার পিছন দরজা দিয়ে ঠিক পুরনো ঘরে ফিরে এলেন জর্জ—কাদের তুষ্ট করেছেন তা ঠিক জানা নেই। কিন্তু এবার?

সি, এ, জি অর্থাৎ ভারত সরকারের কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কেনাকাটায় হিসাব নেয় প্রতি বছর। তাদেরই প্রতিবেদনে জানা গেছে, জর্জ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হবার পর আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট সব খাতেই কেনাকাটা হয়েছে রহস্যজনকভাবে। অপচয় হয়েছে ১০৪৬ কোটি টাকা। ১২৩টি বরাতের ৩৫টির ক্ষেত্রে রয়েছে হিসাবের কারচুপি। এমন কি 'মেরে বতন্ কে লোগো' গানের আবহসঙ্গীত আর শ্বাস-রোধকরা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কারগিল যুদ্ধের শহীদদের মৃতদেহগুলি যে কফিনে মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাতেও কমিশন খেয়েছেন জর্জ। ৫ বছর আগে যে কফিনের দাম ছিল ১৭২ ডলার বা প্রায় ৭ হাজার টাকা তা ২৫০০ ডলার বা ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে প্রতিরক্ষা দপ্তর। তাও আবার একই মার্কিন সংস্থা থেকে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিলুপ্তির পথে জঙ্গিপুরের তাঁত শিল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একদা রমরমিয়ে ব্যবসা করা জঙ্গিপুরের গামছা, মশারি ইত্যাদি তাঁত শিল্প সামগ্রী বর্তমানে অবলুপ্তির পথে। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মহম্মদপুর, বরজ, গফুরপুর মাঠ, জোতকমল, পিয়ারাপুর, জয়রামপুর মন্ডলপাড়া প্রভৃতি এলাকার তাঁত শিল্পের জেলা ছাড়া বাইরেও কদর ছিল। বর্তমানে ঐ এলাকার শিল্পীরা মহাজনদের শোষণে, সরকারী উদাসীনতায় ও বছর বছর বন্যায় কর্মহীন। তা ছাড়া বর্তমানে কাঁচামালের যা দাম তার সঙ্গে মজুরী যোগ করে বাজারে হস্তচালিত তাঁত সামগ্রীকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শয়ে শয়ে শিল্পীরা কর্মহীন। আবার শিল্পীদের স্বার্থে সমবায় তৈরী হলেও তাঁতিদের নামে সহজে ঋণ নিয়ে সমবায় কর্তারা ঋণের টাকা লোপাট করে শিল্পীদের দিনের পর দিন বেকার করে দিচ্ছে বলে শিল্পীদের অভিযোগ। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতাও শিল্পীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তাঁদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে গত ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বহু মানুষ ট্রেনে, বাসে, পায়ে হেঁটে অনুষ্ঠানে সমবেত হন।

সর্ষের মধ্যে ভূত (২য় পৃষ্ঠার পর)

কোনো টেন্ডার ছাড়াই যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তর। তাই বাজারে দর যাচাই এর কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি—সাফাই জর্জের। কেবল কি কফিন? সৈনিকদের জামাকাপড়, সাজসরঞ্জাম কেনাকাটা সব কিছুতেই ধরা পড়ছে জর্জের দুর্নীতি। কারগিল যুদ্ধ থেমে যাবার ছয় মাস বাদে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ২১৫০ কোটি টাকার জিনিষপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলি বাতিল হয়ে গেছে সেগুলিও বদলে নেওয়া যাচ্ছে না। কারণ যুদ্ধের জন্যই সরবরাহের আগেই ৯০ শতাংশ অর্থ অগ্রিম দিতে হয়েছে সরকারকে। সেই কারণেই প্রতিরক্ষা দপ্তরের গুদামে ৬৫ কেজি ওজনের ১৫০টি কফিন পড়ে আছে। অথচ কফিনের ওজন হবার কথা ১৮ কেজি।

জর্জ ফার্ণান্ডেজকে দেখে সেই দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কর্মীর কথা মনে পড়ে যায়, যিনি নদীর ঢেউ গুণতে গিয়েও ঘুষ খেয়েছিলেন। সীমান্তের এপারে ওপারে আবার গুলির শব্দ, বাতাসে বারুদের গন্ধ। দেশের শত্রুরা ভিতরে এবং বাইরে সমানভাবে সক্রিয়। ঠিক তখনই সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো জর্জ ফার্ণান্ডেজের মতো সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রতিরক্ষা দপ্তরে। অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। কারণ যিনি কফিন কেনা নিয়েও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তার হাতে দেশ কতটা নিরাপদ তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে থানার পাশে সদর রাস্তার ওপর চার শতক জায়গা সমেত দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগের স্থান—

গৌতম মুখার্জী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ফোন নং ৬৬৪৮৫-০৩৩/৫২৯১০৭৯

কে এই মঙ্গল সরকার ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেশ কিছুদিন থেকে ধুলিয়ান এলাকায় নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি মানুষকে বিভিন্ন কায়দায় ভয় দেখিয়ে, ছলচাতুরী করে পয়সা রোজগারে নেমেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায় এর নাম মঙ্গল সরকার, বাড়ী মালদার বৈষ্ণবনগর থানার পারলালপুর চরে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই ব্যক্তিই নাকি ভুল ঠিকানা দিয়ে সামসেরগঞ্জ থানার বড়বাবুর কাছ থেকে বুথ ডিউটির কাজও আদায় করেন। সম্প্রতি ঈদের মেলায় হাজির হয়েও নাকি কয়েকজনকে চমকে টাকা আদায় করেন বলে জানা যায়। ধুলিয়ান পুরসভা, থানা, বি এস এফ ক্যাম্প সর্বত্র মঙ্গল সরকারের অবাধ গতায়াত। তিনি কোন্ পত্রিকার সাংবাদিক বা তাঁর এই অবাধ গতিবিধির পেছনে আলাদীনের প্রদীপের কি ক্ষমতা লুকিয়ে আছে প্রশাসন একটু খতিয়ে দেখুন—এটাই ধুলিয়ানবাসীর দাবী।

বে-আইনী বার্ধক্য ভাতা বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্প্রতি ৬০/৬৫ জন গ্রামবাসীকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার সময় অবৈধভাবে জনৈকা বেহুলা বেওয়াকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ধরে ফেলেন। অনুসন্ধানে জানা যায় সঠিক বয়স না হওয়া সত্ত্বেও বিগত সাত মাস ধরে উনি টাকা নিয়ে আসছেন। ক্ষুব্ধ মহকুমা শাসক কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশজারী করেছেন। ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্য আনে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের গবাদি পশু নিরাময় শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গ্রামাঞ্চলের গবাদি পশু নিরাময় শিবিরের মাধ্যমে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু চাষী উপকৃত হলেন। ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ বছরে চারবার করার আবেদন জানিয়ে উদ্যোক্তা রামপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাকে আবেদন জানালেন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সভাপতি জহরলাল সরকার। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০১ রামপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ৪০ জন গ্রামবাসীর গরু ছাগলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ ও আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় ভি, এস, ডাঃ দেবব্রত বিশ্বাস এই দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক শ্যামলকান্তি দে জানান, পঞ্চায়েত সভাপতির অনুরোধ মতো বছরে চারবার এই ধরনের শিবিরের প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। বহু গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মূল্যবান বই পেলাম—মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সেতু উদ্বোধনী সভায় জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যর হাতে শরৎচন্দ্র পন্ডিতের (দাদাঠাকুর) 'সেরা বিদূষক'-এর দুটি খন্ড উপহারস্বরূপ তুলে দেন পত্রিকা প্রতিনিধি। বই দুটি সংস্কৃতিমনা বুদ্ধবাবু সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে বলেন, 'মূল্যবান বই পেলাম'। অন্যদিকে খবর, গত ২৯ ডিসেম্বর বহরমপুর সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জঙ্গিপুরের সেতুর নামকরণ কি হবে, ঐ ব্যাপারে সাংবাদিকরা চাপাচাপি করলে বুদ্ধবাবু বলেন, নামকরণ করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। মানুষ সেতুকে ব্যবহার করতে পারবেন এটাই যথেষ্ট। তবে নামকরণ করতেই হলে জঙ্গিপুরের প্রবাদপুরুষ দাদাঠাকুরের নামে করাকেই বুদ্ধবাবু যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তা না হলে গুমানী দেওয়ানের নামকেও মন্ত্রী দ্বিতীয় পছন্দে রাখেন।

মালদার সর্বপ্রথম ২০"×৩০" অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, প্রেস বিহঙ্গ-০৩৫১২-৫৬৭৬৬

আনন্দধারার সমাবর্তন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে স্থানীয় আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। দুপুর থেকে রাত সাড়ে ন'টা অবধি অনুষ্ঠানে শিশুনৃত্য, কথকব্যালে, কবিতা আলেখ্য, নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' এবং বহরমপুরের যুগাগ্নি নাট্য সংস্থা কর্তৃক নাটক 'আমি মেয়ে' মঞ্চস্থ হয়। চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা (সুরূপা)-র চরিত্রে নৃত্যশিল্পী অকর্বণা ব্রহ্মর নৃত্যশৈলী দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। শেষ অনুষ্ঠান একাঙ্ক নাটক 'আমি মেয়ে' কলাকুশলীদের পেশাদারী অভিনয়ের সাবলীলতা স্থানীয় নাট্যশিল্পীদের অনুকরণযোগ্য বলে নাট্যমোদীদের অভিমত।

পুর নির্বাচনের পর থেকে ধনপতনগরে বিদ্যুৎ নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত বছর পুর নির্বাচনের আগে জঙ্গিপুর পুরসভার পক্ষ থেকে ৮নং ওয়ার্ড ধনপতনগরের রাস্তায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। ভোট শেষ হবার দিন কুড়ির মধ্যেই তা আবার প্রত্যাহার করার পর আজও একই অবস্থায় বলে স্থানীয় পুরবাসীদের অভিযোগ। এছাড়া ধনপতনগরে ১৯৬৪ সালে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয় বর্তমানে সংস্কারের অভাবে তারও ভগ্নদশা চোখে পড়ার মতো। এ বিষয়ে ৮নং ওয়ার্ডের পুরবাসীরা পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

আসামী ধরা পড়লো ছেলেদের হাতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

শুধুমাত্র কোমড়ে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে কোর্টে আনা হয়। আর এই আসামী আনা নেয়ার দায়িত্বে থাকেন বয়স্ক, চলাফেরায় অসমর্থ কিছু কনষ্টেবল। এ ব্যাপারে সাব জেলের সুপারিনটেনডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ সকলেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

দপ্তরের স্থানীয় এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার জানান, কার্ডে আমরা ঐ তিন ব্যক্তিরই নাম দিয়ে কার্ডের বয়ান মহাকরণে পূর্ত দপ্তরে পাঠিয়ে দি। সেখান থেকেই ওদের নাম বাদ দেওয়া হয়। যদিও কার্ড ছাপানোর আগে কার্ডের বয়ান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখানো হয়। এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ সাংসদ ও পুরপতিকে পূর্ত দপ্তর ঘটনাটা বোঝালে তাঁরা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধায়ক হাসনাত কার্ড নিতে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে কার্ড পেঁাছে দিতে বললে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর পরেও ঐ তিন পদাধিকারীর নাম কার্ডে না থাকাতে সেটাকে স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের কারসাজি বলে মেনে নিতে পারেননি দায়িত্বপ্রাপ্ত এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার। অন্যদিকে কার্ডে নাম না থাকার বিভ্রাট প্রসঙ্গে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যের কোন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী গেলে তাঁর নিমন্ত্রণপত্রে স্থানীয় এম পি, এম এল এ এবং পুর এলাকায় হলে চেয়ারম্যানের নাম থাকা সাধারণ নিয়ম। আমরা ব্রীজের মনিটরিং কমিটি ব্রীজ উদ্বোধনের দিন স্থির করার ব্যাপারেই সভা করি। অন্য সব ব্যাপার ঠিক করেছে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে পূর্ত দপ্তর। কার নাম কার্ডে থাকবে বা থাকবে না সেটা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেন না। আর সেতুর শিলান্যাসের সময় নিমন্ত্রণপত্রে এম পি, এম এল এ, আমার—সবার নামই ছিল। তাই এটা মহাকরণের পূর্ত দপ্তরের কারসাজি বলে পুরপতি মনে করেন।

ফিরে পাবেন তাদের দোকান (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরসভা ভাড়া দেবে। একই কায়দায় সেখানেও ঘর তৈরীর টাকা এবং ঘরের মাসিক ভাড়া ঠিক করা হবে। একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা ঘর তৈরীর টাকা দিতে অক্ষম, তাদের জন্য চার দেওয়ালের সাটারবিহীন খোলা ঘর তৈরী করে দেওয়ারও পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। সে সব ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতিদিন তোলা আদায় বা মাসিক ভিত্তিতে টাকা নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন সেখানে মাল এনে ব্যবসা করে আবার মাল নিয়ে উঠে যাবেন। এছাড়া ম্যাকেঞ্জী রোডকে দু' ধারে আরও চওড়া করা হবে। এরপর সেতুর নীচেও ঘর তৈরী করে ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। বিরোধী দলের কমিশনাররা রাতে সেতুতে মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার দাবী জানালে পুরপতি সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার আশ্বাস দেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।